দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩

তারিখ 28 APR 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

এমন কিছুই হয়নি যে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে ॥ ঢাবি ভিসি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, "ক্যাম্পাসে এমন কোন পরিস্থিতি হয়নি যে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে। পরিস্থিতি এখন মোটামুটি শান্তই রয়েছে। তারপরেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই। সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশাবাদী।"

গতকাল সোমবার জনকণ্ঠের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারে উপাচার্য এ কথা বলেন। সকাল থেকেই নগরীতে গুজব রটে যায় যে, উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন। খবরটির সত্যতা জানতে বিপুলসংখ্যক ছাত্র, অভিভাবক পত্রিকা অফিসগুলোতে ফোন করেন। অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দফতরেও ফোন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, "সকালে আমি সংসদ ভবনে গিয়েছিলাম। একনেকে গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কোন

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

পদত্যাগের গুজবে সাংবাদিক পরিবেষ্টিত ঢাকা ভার্সিটি ভিসি আজাদ চৌধুরী —জনকণ্ঠ

(প্রথম পাতার পর)

এমন কিছুই হয়নি

বিষয়কে এবারের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে। দুপুরে বাসায় ফিরেই দেখি ফটো সাংবাদিকদের ভিড়। জানতে পারলাম গুজব শুনেই তাঁরা এসেছেন।"

উপাচার্য বলেন, "পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না। ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্যই এখন আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে কাজ করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে।" উল্লেখ্য, সংসদ থেকে ফিরে উপাচার্য সিন্ডিকেটের সভায় অংশ নেন, মিলিত হন শিক্ষক সমিতির সঙ্গে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সমস্যাকে তিনি আবারও 'রাজনৈতিক' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান করতে হবে। তাঁরা রাজি হলে, প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু করতে পারলে, আমরা অবশ্যই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। আমরাও যোগ দেব আলোচনায়।"

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এ বিষয়ে দিন তিনেক আগে তিনি বিএনপি মহাসচিব আঃ মান্নান ভূইয়ার সঙ্গেও কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "সমস্যা সমাধানে যে কেউ আমার সঙ্গে অবাধে যোগাযোগ করতে পারেন, প্রস্তাব দিতে পারেন। যুক্তিসঙ্গত হলে অবশ্যই সে প্রস্তাব গ্রহণ করব। তবে সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানই একমাত্র পথ। প্রশাসনিকভাবে আমরা হয়ত কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি, কিন্তু কেবল প্রশাসনিক সমাধান স্থায়ী হবে না।"

বের হয়ে যাওয়া ছাত্রদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ছাত্রদল নেতাদের দাবি প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, "বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়ার ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সময় কিছু সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হল ছেড়ে চলে গেছে। এর বিপরীতে কিছু ছাত্র হলে ঢুকেছে তারাও বৈধ ছাত্র। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি দিনের বেলায় হলগুলোতে কোন অবৈধ ছাত্র থাকে না। রাতে কি হয় তা অবশ্য আমি বলতে পারব না। এ ব্যাপারেও আমি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সতর্ক করে দিয়েছি। প্রভোস্টরা আমাকে জানিয়েছেন, এখন আর কোন অসুবিধা নেই। বৈধ ছাত্র হ'লে অবশ্যই সে হলে ওঠতে পারবে।"

তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় অবস্থান গ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগের জবাবে উপাচার্য বলেন, "সন্ত্রাসী আর অস্ত্রধারীর অন্য কোন পরিচয় আমাকে প্রভাবিত করে না। গত কয়েক মাসে ছাত্রলীগ অধ্যুষিত হলগুলো থেকে আমরা ৪৭ জনকে ধরেছি, বিপরীতে ছাত্রদল অধ্যুষিত হলগুলো থেকে ধরেছি ৭ জন। ফলে দু'পক্ষের কাছেই আমি সমালোচিত। এটি নিয়ে আমি ভাবি না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক। তাদের স্বার্থের কথাই আমাকে ভাবতে হবে। আমি সেভাবেই অগ্রসর হচ্ছি।"